বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, “হে মানব সমাজ তোমরা তোমাদের রবের ইবাদত কর যিনি তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আশা করা যায় তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারবে।” (আল-কুর’আন সূরা বাকারা ২:২১)

“আর তোমরা নামাজ কায়েম কর, যাকাত দাও এবং যে সব নেক কাজ তোমরা নিজেদের কল্যাণার্থে এখানে (দুনিয়ার জীবনে) করবে তার সবটুকুর প্রতিফল আল্লাহর কাছে পাবে।” (আল-কুর’আন সূরা বাকারা ২:১১০)

নামাজ হচ্ছে তাওহীদের প্রকাশ্যরূপ এবং ঈমানের সার্বক্ষণিক চিহ্ন। আকীদার ভিত্তি যেমন তাওহীদের উপর স্থাপিত, তেমনি ভাবে ঈমানের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে নামাজের উপর। এটি মুমিনের জন্য উত্তম আমলই নয় বরং যাবতীয় আমলের মাথা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নামাজ প্রতিষ্ঠার তাগিদ দিয়ে বললেন, “নামাজ কায়েম কর, যাকাত দাও এবং রুকুকারীদের সাথে একত্রিত হয়ে রুকু কর।” (আল-কুর’আন সূরা বাকারা-২:৪৩)।

কুরআন শরীফে আল্লাহ পাক বিভিন্ন স্থানে নামাজের হুকুম করেছেন এছাড়াও নামাজ সংক্রান্ত আলোচনা বিভিন্নভাবে আরো অনেক জায়গায় করেছেন। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি রাসুল (সঃ)-কে বলতে শুনেছি “ তোমরা ভেবে দেখ, তোমাদের কারোর দরজার সামনে যদি একটি নদী থাকে এবং সে তাতে প্রতিদিন

পাঁচবার গোসল করে, তাহলে তার শরীরে কোন ময়লা থাকবে কি? সাহাবাগণ জবাব দিলেন না থাকবে না। তিনি বললেন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের এটিই হচ্ছে দৃষ্টান্ত। এ নামাজ গুলোর মাধ্যমে আল্লাহ গুনাহ সমুহ মছে ফেলে দেন" (বুখারী ও মাসুলিম)

হযরত ওমর (রঃ) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলে করিম (সঃ) এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল, ইসলামের কোন কাজ আল্লাহর নিকট বেশী প্রিয়? রাসূলে করিম (সঃ) বললেন, "যথা সময়ে নামাজ পড়া। সে ব্যক্তি নামাজ ছেড়ে দিল, তার দ্বীন নেই, ধর্ম নেই। নামাজ ইসলামের খুঁটি।" (ব্যয়হাকী)

রাসুলে করিম (সঃ) হযরত মুয়াজ বিন জাবাল কে উপদেশ দিয়ে বলেন, হে মুয়াজ তুমি কখনই ইচ্ছাকৃত ভাবে ফরজ নামাজ ছেড়ে দিওনা'। কেননা যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ভাবে ফরজ নামাজ ছেড়ে দেয় সে আল্লাহর জিম্মা থেকে বের হয়ে যায়। মনে রাখতে হবে, যে ব্যক্তি আল্লাহর জিম্মায়, তার দুনিয়া ও আখেরাতে কোন চিন্তা নেই, সে সফল। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর জিম্মা থেকে মুক্ত, সে দুনিয়া ও আখেরাতে বড় বিপদের মুখোমুখি হবে এবং সে হবে ব্যর্থ।

যে নামাজের ব্যাপারে কুর'আন ও হাদীসে এত তাগিদ করা হয়েছে, সে নামাজের ব্যাপারে আমাদের অবস্থা যে কত নাজুক, একটু তাকালেই তা আমরা বুঝতে পারি। আমাদের মুসলিম সমাজে অনেকে নামাজই পড়েনা। তাদের নামাজ পড়ার কথা বললে জবাবটা আসে এভাবে, আরে ভাই নামাজ না পড়লে কি হবে, অন্তর ঠিক আছে, ঈমান ঠিক আছে।

দু:খের বিষয় তারা বুঝে না যে, নামাজই বলে দিবে অন্তর আর ঈমান ঠিক আছে কি না। আবার অনেকে বলেন আমার বাপ দাদারা বড় আলেম ছিলেন, পীর ছিলেন, আমাদের অসুবিধা হবে না। মনে রাখবেন আখেরাতের কঠিন ময়দানে তারা আপনার কোন উপকারই করতে পারবেনা। যদি না আপনার আমল ভালো না হয়।

দুনিয়ার এই জীবন ক্ষণস্থায়ী। সবাইকে দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে হবে। সবাইকে মরতে হবে। কবরে, হাশরে ও কিয়ামতের দিন কঠিন বিপদ ও হিসাবের মুখোমুখি হতে হবে। সেই কঠিন অবস্থা থেকে যদি বাঁচতে চান তাহলে সময় মত দৈনিক পাঁচবার নামাজ পড়তে হবে। সুন্দর ভাবে, বিনয় নম্রতা, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে নামাজ পড়তে হবে। জামায়াতের সাথে নামাজ পড়ার চেষ্টা করা উচিৎ। রাসুলে করীম (সঃ) বলেন, "নামাজ পড় তেমনিভাবে, যেমনিভাবে আমাকে নামাজ পড়তে দেখেছো।" (সহীহ বুখারী ও মুসনাদে আহমদ)

রাসুলে করীম (সঃ) অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে ধীর স্থির তবে, ভয় মিশ্রিত বিনয় নম্রতার সাথে নামাজ আদায় করতেন। মেশকাতুল মাসাবীতে এমনি একটি বর্ণনা মুতাররেফ ইবনে আবদুল্লাহ শিখখীর (রাঃ) হতে বর্ণনা করা হয়েছে।

সাহাবায়ে কেরামগন অত্যন্ত আদবের সাথে নামাজ আদায় করতেন। সাহাবাগণ যখন নামাজ পড়তেন তখন পাখিরা এসে মাথার উপর বসে পড়ত। পাখিরা মনে করতো এটা কোন জীবন্ত

মানুষ নয়। যারা রাসুলে করীম (সঃ) এর মত করে নামাজ পড়ার চেষ্টা করবে তারাই সফল হবে। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আমি রাসুলে করীম (সঃ) কে বলতে শুনেছি "কিয়ামতের দিন বান্দার আমল পর্যালোচনায় সর্ব প্রথম তার নামাজ সম্পর্কে হিসাব নেয়া হবে। তার নামাজ যদি যথাযথঃ প্রমাণিত হয় তাহলে সফলতা লাভ করবে। আর যদি নামাজের হিসাব খারাপ হয়, তাহলে ব্যর্থ ক্ষতিগ্রস্থ হবে।" (তিরমিজি)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাঃ) রাসুল করিম (সঃ) হতে বর্ণনা করেন, একদিন তিনি নামাজের ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে বললেন, যারা এই নামাজকে যথাযথভাবে ও যথানিয়মে আদায় করবে, তারা কিয়ামতের দিন একটি নূর, অকাট্য দলীল ও নিশ্চিত নাজাত পাবে। পক্ষান্তরে যারা নামাজ সঠিক ভাবে আদায় করবেনা তারা নূর অকাট্য দলীল এবং মুক্তি পাবে না। বরং তাদের হাশর হবে-কারুন, ফেরাউন, হামান ও উবাই ইবনে খালফের সাথে।" (আহমদ, দারেমী, বায়হাকী)

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সঃ) বলেন: মুনাফিকদের জন্য ফজর ও ইশার সালাত অপেক্ষা অধিক ভারী সালাত আর নেই। এ দু'সালাতের কী ফজিলত, তা যদি তারা জানতো, তবে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তারা উপস্থিত হতো। রাসুল (সাঃ) বলেন আমি ইচ্ছে করেছিলাম যে, মুয়ায্জিনকে আকামত দিতে বলি এবং কাউকে লোকদের ইমামতি করতে বলি, আর আমি

নিজে একটি আগুনের মশাল নিয়ে গিয়ে অতঃপর যারা সালাতে আসেনি, তাদের উপর আগুন ধরিয়ে দেই। (সহীহ আল বুখারী।)

(হে নবী) আপনার প্রতি অহির মাধ্যমে যে কিতাব পাঠানো হয়েছে তা তেলাওয়াত করুন এবং নামায কায়েম করুন, নিশ্চিত ভাবেই নামায অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। আর আল্লাহর স্মরণ এর চাইতে ও বড় জিনিস। আল্লাহ জানেন তোমরা যা কিছু কর। আল-কুর'আন সুরা আনকাবুত: আয়াত:৪৫

কিয়ামতের দিন বিচার ফায়সালার পর একদল যাবে জান্নাতে আর একদল যাবে জাহান্নামে। জাহান্নামে আসার কারণ উল্লেখ করে জাহান্নামবাসীর যা বলবে আল্লাহ তা কুরআনে উল্লেখ করেছেন "জান্নাতীগন জাহান্নামীদেরকে জিজ্ঞাস করবে কিসে তোমাদের জাহান্নামে নিয়ে এল? তারা উত্তর দিবে আমরা নামায পড়তাম না।" (আল-কুর'আন সূরা মুদ্দাসির ৭৪: ৪০-৪৩)

অন্যদিকে যারা আন্তরিকতার সাথে, যথাসময়ে যথা নিয়মে নামাজ আদায় করবে তাদেরকে জান্নাতুল ফেরদাউসের মালিক বানানো হবে। আল্লাহ পাক বলেন- "সেই সব মুমিনরা নিশ্চিত সফলকাম। যারা নিজেদের নামাজ ভীতি ও বিনয় অবলম্বন করে, যারা নিরর্থক বেহুদা কাজ থেকে দুরে থাকে। যারা যাকাতের পথে কর্মতৎপর থাকে। যারা নিজেদের লজ্জা-স্থানের হেফাজত করে, কিন্তু তাদের স্ত্রী ও অধিকারভুক্ত কৃতদাসীগণ ব্যতীত এতে তাদের কোন দোষ হবে না। যারা এছাড়া অন্যভাবে কামপ্রবৃত্তি পরিতার্থ করতে প্রয়াসী হয় এমন লোক শরীয়তের সীমালঙ্গনকারী, যারা আমানত ও

ওয়াদা চুক্তি রক্ষা করে এবং যারা নিজেদের নামাজ সমূহকে পূর্ণ হেফাজত করে তারাই হচ্ছে সেই উত্তরাধিকারী, তারা ফেরদাউসের মালিক হবে এবং চিরকাল সেখানে থাকবে।" (আল-কুর'আন সূরা মু'মেনুন ২৩: ১-১১)

তাই আসুন! আর অবহেলা নয়, অলসতা নয়, এখনই সচেতন হই, সকল সমস্যা ও ব্যস্ততার মাঝে যথারীতি, যথানিয়মে, আন্তরিকতার সাথে, ভয় বিনয়-নম্রতার সাথে নামাজ আদায় করি। নিজেদের পরিবার পরিজনকেও নামাজের তাগিদ দেই। আল্লাহ আমাদের সকলকে কবুল করুন। আমিন।

মুনা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজে ও নামাজ কায়েমের কাজ করে যাচ্ছে। আপনিও এই মহান কাজে শরীক হউন।